আজকের কাগজ

200

তারিখ ... 15 FEB 1992
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ২

বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের স্বৈরাচার বিরোধী দিবস পালন

কাগজ প্রতিবেদক : মিছিল, সমাবেশ, পুষ্পমাল্য অর্পণ ও আলোচনা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন গতকাল শুক্রবার স্বৈরাচারবিরোধী দিবস পালন করেছে। ১৯৮৩ সালের এ দিনে (১৪ ফেব্রুয়ারি) স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে জাফর, জয়নাল, কার্জন, মোজাম্মেলসহ অনেকে তৎকালীন ক্ষমতাসীন সামরিক জান্তার গুলিতে নিহত হন।

বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (শা-অ) স্বৈরা-চারবিরোধী দিবস উদযাপন উপলক্ষে গতকাল শুক্রবার সকালে কার্জন হল সংলগ্ন রাস্তায় শহীদ স্মৃতি স্তম্ভে পুষ্পমাল্য অর্পণ করে এবং দুপুরে ক্যাম্পাসে মিছিল ও সমাবেশ করে। অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে অনুষ্ঠিত এ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ছাত্রলীগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি গোলাম মোস্তফা সুজন ও কামরুজ্জামান আনসারী। বক্তারা বলেন, '৮৩-এর শহীদদের স্বপ্ন ছিলো রক্তস্নাত ১০ দফা বাস্তবায়ন। কিন্তু আজ পর্যন্ত ছাত্র সমাজের ১০ দফা বাস্তবায়িত হয়নি।

গণতান্ত্রিক ছাত্র ঐক্য স্বৈরাচারবিরোধী স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পমাল্য অর্পণ করে সেখানে বক্তব্য রাখেন ছাত্র নেতা বেলাল চৌধুরী। তিনি বলেন, দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্যদিয়ে এরশাদের পতন হলেও ছাত্র সমাজ ও জনগণের প্রত্যাশা এখনও পূরণ হয়নি।

ছাত্রঐক্য ফোরামের আলোচনা সভায় বক্তারা বলেছেন, কৃষক-শ্রমিক ও মেহনতি মানুষের দাবি উপেক্ষা করে প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রীগণ ও সংসদ সদস্যদের বেতন-ভাতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। শিক্ষক-শ্রমিক-কর্মচারিদের নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন মেনে না নিয়ে সরকার হুমকি দিয়ে আন্দোলন নস্যাৎ করার ব্যর্থ চেষ্টা চালাচ্ছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমবিএ ভবনে সংগঠনের সভাপতি এম এন কাওসার-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ছাত্রনেতা জায়েদ ইকবাল খান, ইউনুস, রফিক, জাহাঙ্গীর চৌধুরী।